ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। বিশ শতকের ছয়ের দশকের একেবারে গোড়ায় এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বাংলা কবিতার আধুনিক ঘরানার মধ্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকরীরা প্রথম আবির্ভাবে নৈরাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। প্রধানত রাষ্ট্র, সমাজ, প্রেম, যৌনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে এঁদের ক্রোধ, ক্ষোভ ও আক্রমণ প্রকাশ পেয়েছিল। শব্দ ব্যবহারে এঁরা যেমন নিষিদ্ধ, অপশব্দ গুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই যৌন প্রসঙ্গকে অত্যন্ত রুক্ষভাবে প্রচুর পরিমাণে তাঁদের লেখায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে এই আন্দোলনের কয়েকজন পুরোধা কবিকে, যেমন - মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী সমীর রায় চৌধুরী প্রমুখকে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অশ্লীল রচনা'র অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ফলে সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও এই আন্দোলন নিয়ে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। পুলিশী অভিযান অবশ্য হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি। যদিও আন্দোলনটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তবুও বিশ শতকের আট দশকের শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ফসল ফলে চলেছে। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন প্রধানত কবিতার আন্দোলন হলেও কথাসাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তার আবেদন উপেক্ষণীয় নয়। এ ছাড়া কিছু নাটক ও প্রবন্ধও এঁরা রচনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পর চারটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। শুধু নৈরাজ্যবাদী ও অশ্লীল বলে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠিত অনেক কবি সাহিত্যিকদের চেয়েও এঁদের সাহিত্য নিষ্ঠা, ব্যক্তিপ্রতিভা বা শিল্পদক্ষতা কোনো অংশে ন্যূন নয়। উপরন্তু আদর্শগত কারণেও এঁদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। যেহেতু একমাত্র হাংরি আন্দেলনকারীরাই সাহিত্যকে জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠান নির্ভরতা থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। সব সাহিত্য আন্দোলনই সাধারণভাবে একদিন প্রতিষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করে; হাংরি জেনারেশন সচেতনভাবেই তা করেনি। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশনের কিছু অবদান আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। সেই জন্যই এই আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন বোধ করেছি। এই গবেষণা কর্মে দুটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। এক, ইতিহাস; দুই সাহিত্যবিচার। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে এর ইতিহাসও কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে। দুটি শিবিরের দুটি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একটি শিবিরের নেতা মলয় রায় চৌধুরী লিখেছেন, 'হাংরি কিংবদন্তী', অন্য শিবিরের নেতা শৈলেশ্বর লিখেছেন, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'। দুটি গ্রন্থই স্বাভাবিকভাবে একদেশদর্শী। আমরা নিরপেক্ষ বিচার করার

জানাই।

চেষ্টা করেছি। সাহিত্য বিচার করার ক্ষেত্রেও আমরা কোনো রকম সংকীর্ণ দৃষ্টি বা বোধ দ্বারা প্রভাবিত হইনি। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন তৈরী হবার কারণ যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনই এঁদের সাহিত্যের শিল্প গুণ ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতটিও পর্যালোচিত হয়েছে। এখানে যেমন তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে, তার বিচারও করা হয়েছে। আন্দোলনকারী লেখকদের বক্তব্য ও দাবির যুক্তিবত্তা নির্ণয় করা হয়েছে। সমকালীন দেশি বিদেশি সাহিত্যের আন্দোলন ও প্রকৃতির সঙ্গেও এঁদের তুলনা করে দেখা হয়েছে।

একদিক থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের চারিত্র্যে আণ্ডার গ্রাউন্ডের চরিত্র আছে। হয়তো সেই কারণে এবং জনপ্রিয় সাহিত্য না হবার জন্যে হাংরি কবি লেখকদের রচনা এখন দুর্লভ বললেও কম বলা হয়। এ জন্য এঁদের রচনাপত্র নানাভাবে সংগ্রহ করেছি। কিছু কিছু সংগ্রহ করে দিয়েছেন কবি শৈলেশ্বর ঘোষ, মলয় রায় চৌধুরী বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবিমল বসাক, অরুণেশ ঘোষ। আবার কিছু পেয়েছি কোচবিহার জেলার বাণেশ্বরের 'সুরেশ স্মৃতি পাঠাগার' নামে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে। কলেজ ষ্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকেও কিছু নথি সংগ্রহ করা গেছে। শিলিগুড়ি থেকে কিছু পত্রিকা দিয়েছেন শ্রী অমল কান্তি রায়। এছাড়া 'কবিতীর্থ' পত্রিকার সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি অবাধে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রন্থগুলি আমি কোচবিহার এ. বি. এন শীল কলেজ লাইব্রেরি এবং চন্দননগর সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার থেকে নিয়েছি। বিধাননগর সরকারি কলেজ থেকে ড. বিমল কুমার সাহা কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দিল্লি থেকে কিছু বই আনিয়ে দিয়েছিলেন ড. রূপকুমার বর্মন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আমি এই গবেষণা - কর্মটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ, প্রফেসর ড. অঙ্কুশ কুমার ভট্টের অধীনে শুরু করি। গবেষণার প্রথম স্তর থেকেই তাঁর উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি। তাঁর অবিরত উৎসাহ, স্নেহ ও প্রশ্রয় আমার জীবনের পাথেয় হয়ে রইল। তাঁকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমার গবেষণা পরিচালক মাষ্টার মশাইয়ের নির্দেশে হাংরি কবিতা ও সাহিত্যের কিছু কিছু তথ্য জানবার জন্য এবং তত্ত্বের জটিলতা নিরসনের জন্য অনেক সময় শৈলেশ্বর ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্তের কাছে গিয়েছি। শৈলেশ্বর ও বাসুদেব দিনের পর দিন আমাকে সময় দিয়েছেন। আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। যাই হোক, এঁদেরও আমি শ্রদ্ধা জানাই।

উদয় শংকর বর্মা